৫৭

দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

শিক্ষা অফিসে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শেরপুর।– ময়মনসিংহ আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসে চরম দুর্নীতি ও ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে এ অঞ্চলের মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

প্রকাশ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর ময়মনসিংহ অঞ্চল অফিসে এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারী দীর্ঘদিন যাবত দুর্নীতি চালিয়ে আসছে। এ অফিসে কোন বিদ্যালয়ের ফাইল বের করতে ২০/২৫ টাকা নজরানা দিতে হয়। নতুবা ফাইল বের হয় না।

তাছাড়া এডহক কমিটি অনুমতি নিতে ৫শ' টাকা এবং অনুমোদন নিতে ৪শ' টাকা, নিয়মিত কমিটি অনুমোদনে ৫শ' টাকা হারে উৎকোচ না দিলে এসব কমিটি অনুমোদন দেয়া হয় না।

প্রতিদিন বৃহত্তর ময়মনসিংহে জেলার শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ সদর, এই ৬টি জেলার অসংখ্য শিক্ষক বিভিন্ন কাজের জন্যে এ অফিসে এসে ভিড় করে। কিন্তু উৎকোচ ছাড়া কোন কাজ হয় না বলে ঐ শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন।

অপরদিকে, ঝিনাইগাতী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন পর ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন করে তার সহোদর বড় ভাই আলহাজ্ব আবুল হোসেন সরকারকে বিদ্যুৎশাহী সদস্যের তালিকায় ১ নম্বরে নাম লেখে পাঠান। এ ব্যাপারে স্থানীয় এমপি (শেরপুর–৩) এম এ বারী উপপরিচালক, ময়মনসিংহকে টেলিফোনে উক্ত প্রধান শিক্ষকের সহোদর বড় ভাই ব্যতীত নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে বিদ্যুৎশাহী সদস্য মনোনয়নের সুপারিশ করেন। কিন্তু উক্ত উপপরিচালক সখিনা বেগম মোটা অংকের সেলামীর বিনিময়ে উক্ত প্রধান শিক্ষকের সহোদর বড় ভাইকে বিদ্যুৎশাহী মনোনয়ন দিয়েছেন।